ডোক লা এলাকায় সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

২৬ জুন, ২০১৭ চিনের বিদেশমন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে অভিযোগ করেছে, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সিকিম সেক্টরে ভারত-চিন সীমান্তে সীমানা অতিক্রম করে এবং চিনা অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। চিনের অন্যান্য সরকারি বিবৃতিতেও এই কথা বলা হয়েছে।

১) বিষয়টি আসলে নিম্নরূপ—
ক) ১৬ জুন পিএলএ নির্মাণকারী দল ডোক লা এলাকায় প্রবেশ করে এবং রাস্তা তৈরির চেষ্টা করে। ভুটানের র‍্যয়াল সেনাবাহিনীকে বোঝানো হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতা করার জন্য। ভুটানের র‍্যয়াল সরকারের রাষ্ট্রদূত ২০ জুন নয়াদিল্লিতে তাদের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রকাশ্যে চিন সরকারের উদ্দেশ্যের প্রতিবাদ জানায়।

খ) এছাড়াও গতকাল ভুটানের বিদেশমন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে অভিযোগ করছে, ভুটানের সীমারেখার মধ্যে এ ভাবে রাস্তা তৈরির ফলে ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে চিন-ভুটানের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি লঙঘণ করা করা হয়েছে বলে। যা দু'দেশের সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। তারা ২০১৭ সালের ১৬ জুন তারিখের আগের স্থিতাবস্থায় ফিরে আসার আহ্বান জানায়।

গ) পারস্পরিক স্বার্থজনিত বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে ঐতিহ্য বজায় রাখতে, আরজিওবি এবং ভারত সরকার এই উন্নয়নের প্রসারের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ রেখে আসছে।

ঘ) আরজিওবি-এর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যাঁরা সাধারণত ডোক লা-তে উপস্থিত ছিলেন, চিনা নির্মাণকারী দলের কাছে অনুরোধ জানায় এবং তাঁদের স্থিরতা পরিবর্তন থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

ঙ) বিষয়টি ভারত-চিন উভয় তরফে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার স্তরে রয়েছে, বিষয়টির দিকে নজর রাখছে নয়াদিল্লি এবং বেজিংয়ের বিদেশমন্ত্রক। ২০ জুন নাথু লা-তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বৈঠকে এটি অন্যতম একটি বিষয় ছিল।

২) চিনের সাম্প্রতিক কার্যকলাপে ভারত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং চিনা সরকারকে জানানো হয়েছে এ ধরণের পদক্ষেপে ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনবে।

৩) এই প্রেক্ষিতে ভারত ২০১২ সালে সীমান্ত সংক্রান্ত ভারত-চিন এবং তৃতীয় পক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির কথা উল্লেখ করে, যাতে বলা হয়েছিল সীমান্তে একক ভাবে কোনও দেশের কার্যকলাপ চুক্তি লঙঘণের সামিল বলে ধরা হবে।

৪) যেখানে সিকিম সেক্টরের সীমানা নিয়ে প্রশ্ন, ভারত ও চিন ২০১২ সালে 'পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে' একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। সীমান্ত চূড়ান্ত করতে পরবর্তী আলোচনার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি কাজ করছে।

৫) এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, সব পক্ষের সর্বাধিক সংযম এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কোনও কার্যকলাপ করা সম্ভব, একক পদক্ষেপের মাধ্যমে নয়। একইসঙ্গে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারত-চিন প্রতিনিধি পর্যায়ের মধ্যেকার ঐক্যমত্যের প্রতি উভয় পক্ষ আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল।

৬) ত্রি-জংশন সংযুক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত প্রথম থেকেই ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৭) ভারত-চিন সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থীতিশীলতা স্থাপনে সচেষ্ট ভারত। এটা সহজে আসে আসে না। ভারত-চিন সীমান্তে শান্তি ও স্থীতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য উভয় পক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করে আলোচনার জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা করছে। ভারত চিনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রতিশ্রতিবদ্ধ।

নয়াদিল্লি

জুন ৩০, ২০১৭